৯৭নং ফতোয়া
"নামাযে কাতার সোজা করার নিয়ম
সম্পর্কে"
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
প্রশ্নঃ??
আসসালামু আলাইকুম!
মহামান্য মুফতি সাহেব!
নামাযের মধ্যে কাতার সোজা করার
সঠিক নিয়ম কোনটি? পায়ের
গোড়ালী দ্বারা কাতার সোজা
করা, না কি পায়ের আঙ্গুল দ্বারা
কাতার সোজা করা?তথা দাগের
মধ্যে পায়ের মুড়া রাখা,না কি আঙ্গুল
রাখা?
আর পায়ের আঙ্গুল দ্বারা কাতার
সোজা করলে কাতার সোজা হবে কি
না?একজন মুহাদ্দিস সাহেব বললো
যে,কাতার সোজা হবে। এবং উক্ত
মুহাদ্দিস সাহেবের কথা অনুযায়ী
আমাদের মাসজিদে প্রায়
৫/৭ বৎসর যাবত পায়ের আঙ্গুল দ্বারাই
কাতার সোজা করে নামায আদায়
করা হচ্ছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে কোন
একদিন ঢাকা মাদানীনগর মাদরাসার
একজন মুফতি
সাহেব আমাদের মাসজিদে নামায
আদায় করেন।অতপর তিনি বলেন যে,
কাতার সোজা করার নিয়ম
হলো পায়ের গোড়ালী দ্বারা কতার
সোজা
করা।পায়ের আঙ্গুল দ্বারা কাতার
সোজা হয় না।এখন আমরা কার কথার উপর
আমল করবো! অনুগ্রহ পুর্বক সঠিক সমাধান
জানালে বড়ই কৃতজ্ঞ হবো!
উত্তরঃ

নামাযের মধ্যে কাতার সোজা করা
বিশুদ্ধ মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।
কাতার সোজা করা সম্পর্কে হযরত
রাসুল সাঃ বলেনঃ তোমরা
নামাযের কাতার সোজা করো,
অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের
চেহারা পরিবর্তন করে দিবেন এবং
তোমাদের মন
সমুহ বাকা করে দিবেন। সুতরাং,
নামাযের মধ্যে কাতার সোজা করা
অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন বিষয়।আর কাতার
সোজা করার সঠিক পদ্ধতি হলো
একজনের পায়ের গোড়ালী অপর জনের
গোড়ালী বরাবর এবং একজনের কাধ
অপর জনের কাধ বরাবর রাখা।আর যদি
কোন মাসজিদে কাতার সোজা করার
জন্য জন্য দাগ দেওয়া থাকে,তাহলে
দাগের উপর পায়ের
গোড়ালী রেখে কাতার সোজা
করতে হবে।
অন্যথায় দাগের মধ্যে পায়ের আঙ্গুল
দিয়ে
দাড়ালে কাতার সোজা হবে না।
আর উক্ত মুহাদ্দিস সাহেবের কথা সঠিক
নয়।কিন্তু মাদানীনগর মাদরাসার মুফতি
সাহেবের কথা সঠিক।
والله اعلم .
প্রমানঃ
ফতোয়ায়ে শামী ১/৫৬৮ পৃষ্ঠা ।
ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৮৯ পৃষ্ঠা ।
ফতোয়ায়ে দারুল উলুম ৩/৩৩৭ পৃষ্ঠা ।
ফতোয়ায়ে জামেয়া ১/১৪৩ পৃষ্ঠা ।
ফতোয়ায়ে রহমানিয়া ১/২৬৭ পৃষ্ঠা ।
ফতোয়ায়ে রহিমিয়া ৪/৩১৯ পৃষ্ঠা ।
দুররে মুখতার ১/৪২০ পৃষ্ঠা ।

আবু দাউদ শরীফ ১/৯৬ পৃষ্ঠা ।
মিশকাত শরীফ ১/৯৮ পৃষ্ঠা ।
==

☞ ৯৯নং ফতোয়া ☜

♀"সালাম সম্পর্কে"♀

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

প্রশ্নঃ?

আসসালামু আলাইকুম,

মুহতারাম মুফতি সাহেব!

সালামের পরিবর্তে আদাব, টাটা, বাই-

বাই,

গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট

ইত্যাদি

বলা জায়েয আছে কি না?

বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ হবো!

☞ উত্তরঃ

না,সালামের পরিবর্তে উক্ত শব্দগুলো বলা

জায়েয হবে না৷ কেননা,উক্ত শব্দগুলো

অমুসলিমদের অভিবাদনের শব্দ ৷

আর অমুসলিমদের অভিবাদনের শব্দ

মুসলিমদের অভিবাদনে প্রয়োগ করা

জায়েয নয়৷

কারন,হাদীস শরীফে হযরত রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলিয়াছেন: যারা অমুসলিমদের সাথে

সামঞ্জস্যতা রাখে তারা তাদেরই
অন্তর্ভুক্ত।
আর সালামের বিষয়ে
হযরত নাবী কারীম সাল্লাল্লাহ
আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলিয়াছেনঃ
তোমরা নিজেদের মধ্যে
সালামের বিস্তার ঘটাও!
বেশী বেশী সালাম দিলেই
সালামের বিস্তার ঘটবে।
এক মুসলমান আর এক
মুসলমানের সাথে দেখা-সাক্ষাত
হলে সালাম দেয়ার যে নিয়ম
রাখা হয়েছে,
এ নিয়ম যে কত সুন্দর নিয়ম
তা ব্যাখ্যা করে শেষ করা যায় না।
সালামের মধ্যে শান্তির
দোয়া করা হয়।
"আসসালামু আলাইকুম"
এর অর্থ হল আপনাদের শান্তি হোক।
আল্লাহ আপনাদের শান্তি দান করুন,
রহমত দান করুন।
সালামের মাধ্যমে শান্তির
দোয়া করা হয়, এর
চেয়ে ভালো দোয়া

আর কি হতে পারে??

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে

পারস্পারিক অভিবাদনের জন্য

এত সুন্দর বাক্য আর নেই।

যেমন কেউ কেউ বলে

গুড মর্নিং বা গুড ইভিনিং

অথবা গুড নাইট।

যার বাংলা হল শুভ সকাল বা

শুভ সন্দ্ব্যা অথবা শুভ রাত।

এ কথাগুলোর অর্থ অস্পষ্ট।

সকাল সুন্দর বা বিকাল সুন্দর

অথবা রাত সুন্দর

এ কথাগুলোর কি অর্থ??

এর অর্থ কি এই যে,

আজকের সকালটা খুব ফ্রেশ!

আকাশটা খুব ফ্রেশ!

বৃষ্টি-বাদল নেই!

মেঘ নেই ইত্যাদি।

যদি এই অর্থ হয়,

তাহলে দেখা-সাক্ষাতের সময়

এ শব্দগুলো বললে

কার কি লাভ হবে???

আর যদি উদ্দিশ্য হয় যে,

আপনার সকালটা সুন্দর হোক,

তাহলে বিকালটার কি দোষ?

আর যদি বলা হয়,

বিকালটা সুন্দর হোক,

তাহলে সকালটার কি দোষ??

আর যদি বলি সকাল-বিকাল

সুন্দর হোক,

এই সুন্দর কথাটাওতো অস্পষ্ট।

কিন্তু সালামের অর্থ হল-

আপনাদের শান্তি হোক।

আর শান্তির চেয়ে বড় কিছু কাম্য নেই।

কারন, আমরা সকলেই শান্তির মুহতায!

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শান্তি চাই!

দুনিয়াতেও শান্তি চাই!!

আখিরাতেও শান্তি চাই!!!

আর সালামের মধ্যে

এই শান্তির জন্যই দোয়া করা হয়।

সুতরাং,আমাদের সকলের কর্তব্য হলো

বেশী বেশী সালামের ভিস্তার ঘটানো।

আল্লাহ তাওফিক দান করুন!!!

☞ প্রমানঃ

ফতোয়ায়ে জামেয়া ৫/৩৫০পৃষ্ঠা।

ফতোয়ায়ে রহিমিয়া ৬/২৫৬পৃষ্ঠা।

জামেউল ফতোয়া ৯/২৩৭পৃষ্ঠা।

কিতাবুল ফতোয়া ৬/১২৫পৃষ্ঠা।

বুখারী শরীফ ২/৯২১পৃষ্ঠা।

মুসলিম শরীফ ২/২১৩পৃষ্ঠা।

তিরমিযী শরীফ ২/৯৯পৃষ্ঠা।
আবু দাউদ শরীফ ২/৭০৬পৃষ্ঠা।

===

♪৮৭নং ফতোয়া♪
"ছবিযুক্ত মোবাইল নিয়ে নামায আদায়
করা সম্পর্কে"
""

প্রশ্নঃ
মুহতারাম মুফতি সাহেব!
বর্তমান এ আধুনিক যুগে অনেকের
মোবাইলেই অশ্লীল ছবি বা অশ্লীল
ভিডিও অথবা নগ্ন ছবি বা নগ্ন ভিডিও,
গান,কৌতুক ইত্যাদি বহু কিছু থাকে,যা
ইসলামে হারাম। এখন আমার জানার বিষয়
হলো এরূপ মোবাইল নিয়ে নামায আদায়
করলে নামায সহীহ হবে কি না?
উত্তরঃ
মোবাইলে অশ্লীল ছবি,অশ্লীল ভিডিও
বা নগ্ন ছবি,নগ্ন ভিডিও গান,কৌতুক
ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখা বা দেখা
সম্পুর্ন নাজায়েয ও হারাম। তবে এরূপ
মোবাইল সঙ্গে নিয়ে নামায আদায় করলে
নামায সহীহ হবে। কেননা, মোবাইলে
ছবি বা ভিডিওগুলো এমনভাবে সেভ করা

থাকে,যা প্রোগ্রাম খোলা ব্যতিরেকে তা

দেখা সম্ভব নয়৷ সুতরাং,এমন মোবাইল

সঙ্গে নিয়ে নামায আদায় করা জায়েয

হবে৷ তবে মোবাইলের স্ক্রিনে ছবি

দৃশ্যমান হলে ঐ মোবাইল সামনে রেখে

নামায আদায় করলে মাকরুহে তাহরীমী

হবে৷

প্রমানঃ

ফতোয়ায়ে শামী ৯/৪১৬,৫২০পৃষ্ঠা৷

ফতোয়ায়ে জামেয়া ৬/৭২৯পৃষ্ঠা৷

ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১০৮পৃষ্ঠা৷

ইমদাদুল ফতোয়া ৪/১৬৭পৃষ্ঠা৷

আল বাহরুর রায়িক ১/৪৮পৃষ্ঠা৷

ফাতহুল কদির ১/৪২৮পৃষ্ঠা৷

===

♪৮৬নং ফতোয়া♪

"সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোমর বাকা করা

সম্পর্কে"

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

প্রশ্নঃ

হযরত মুফতি সাহেব!

আমি কোরিয়ার অধিবাসী,

আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হলো-

কোরিয়ার ভিতরে সম্মান প্রদর্শনের

নিয়ম হচ্ছে দুইজন সামনাসামনি
দাড়িয়ে কোমর সামনের দিক বাকা
করে মাথা নিচু করে৷ এভাবে কাউক সম্মান
প্রদর্শন করা জায়েয আছে কি না?

উত্তরঃ

না,এভাবে কাউকে সম্মান প্রদর্শন করা
জায়েয নাই৷ কারন,তা অমুসলিমদের
তরিকা৷আর কোন মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের
তরিকা গ্রহন করা জায়েয নাই৷কেননা,হাদীস
শরীফে বর্নিত আছে,যে অন্য কোন
সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরন করবে সে
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে৷

প্রমানঃ

তিরমিযী শরীফ ২/১০৪পৃষ্ঠা৷

আবু দাউদ শরীফ ২/৭১০পৃষ্ঠা৷

মিশকাত শরীফ ২/৪০৩পৃষ্ঠা৷

ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৯/১২০পৃষ্ঠা৷

ফতোয়ায়ে জামেয়া ৫/৩১৪পৃষ্ঠা৷

জামেউল ফতোয়া ৯/১৯৫পৃষ্ঠা৷

===

{৮২নং ফতোয়া}

"ইমাম নির্বাচিত করা সম্পর্কে"

""

ফতোয়া বিভাগ বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ?

"ফরিদপুর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে"

আসসালামু আলাইকুম!

মুহতারাম মহামান্য মুফতি সাহেব!

আমি অত্যান্ত বিনয়ের সহিত আপনার কাছে জানতে

চাচ্ছি যে,

ইমাম হওয়ায় জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যাক্তি কে?

হাওয়ালাসহ জানালে বড়ই কৃতজ্ঞ হবো।

উত্তরঃ

ফতোয়ায়ে শামীতে বর্নিত আছে যে, ইমাম

হওয়ায় জন্য সর্বাধিক যোগ্য ঐ ব্যাক্তি, যিনি

কোরআনী ইলমে সর্বাধিক জ্ঞানী।

যদি উক্ত বিষয়ে সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি

সুন্নাহর ইলমে সর্বাধিক জ্ঞানী।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি

ফিকার ইলমে সর্বাধিক জ্ঞানী।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি

সর্বাধিক মুত্তাকী।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি

সর্বাধিক পরহেজগার।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি

সর্বাধিক চরিত্রবান।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি

সর্বাধিক বয়স্ক।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি

সর্বাধিক ভদ্র।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি সু-কণ্ঠের অধিকারী।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়, তাহলে যিনি সর্বাধিক সুন্দর।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যার স্ত্রী সর্বাধিক সুন্দরী ।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি সর্বাধিক সুন্দর পোষাক পরিধানকারী।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে যিনি সর্বাধিক সু-সাস্থের অধিকারী।

যদি উক্ত বিষয়েও সকলেই সমান হয়,তাহলে লটারির মাধ্যমে বা সকলের মতামত নিয়ে ইমাম নির্বাচিত করবে ।

প্রমানঃ

ফতোয়ায়ে শামী ১/৫২৩-৫২৫পৃষ্ঠা।

ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৮৩পৃষ্ঠা।

ফতোয়ায়ে উসমানী ২/১০৮-১১০পৃষ্ঠা।

ফতোয়ায়ে রহমানিয়া ১/২৩৭পৃষ্ঠা।

আদ দুররুল মুখতার ১/৫৫৮পৃষ্ঠা।

রদ্দুল মুহতার ১/৪১২পৃষ্ঠা।

বেহেশতী গাওহার ১১/৪৭পৃষ্ঠা।

শরহে বেকায়া ১/৩৫২পৃষ্ঠা।

মারাকিউল ফালাহ ১৬৩পৃষ্ঠা।

==

৭৮ নং ফতোয়া

"ইমামতির নিয়ত সম্পর্কে"

•••

☞ প্রশ্নঃ

হুজুর কেমন আছেন?

আমার দুটি মাসআলা জানা একান্ত জরুরী! তাহল-ইমামদের জন্য নামাযের নিয়তের হুকুম কি? তারা কিভাবে নামাযের নিয়ত করবে? আর বর্তমান প্রচলিত নামাযের নিয়তের হুকুম কি?

'

প্রশ্নকারীঃ

মাওলানা হযরত আলী

জলঢাকা,রংপুর,বাংলাদেশ।

'

☞ উত্তরঃ

بسم الله ارحمن الرحيم

নামাযের নিয়ত করা ফরয। ইমামদের জন্য শুধূ নিজের নামাযের নিয়ত করা ফরয। ইমামতির নিয়ত করা ফরয নয়!

কিন্তু,মুক্তাদির জন্য ইমামের ইক্তিদার নিয়ত করা ফরয। আর নিয়ত হলো মনের ইচ্ছা,এরাদা বা সংকল্পনা। অর্থাৎ মনের ইচ্ছাকে নিয়ত বলে। সুতরাং মুখে উচ্চারণ করার নাম নিয়ত নয়। কেননা খোলাফায়ে রাশেদীন ও হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযিঃ এর আমল দ্বারা প্রমানিত নয়। অতএব তা বর্জনীয়। আর বর্তমান প্রচলিত নামাযের যে নিয়তগুলো ভিত্তিহীন,যা নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। তাই এরুপ নিয়ত করা আদৌ কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। বরং মনে মনে এতটুকু ভাবলেই যথেষ্ট হবে যে,আমি ফজরের ফরয বা সুন্নত আদায় করছি। আর এরুপ ভাবনাকেই নিয়ত বলে।

والله اعلم بالصواب

'

হাওয়ালাঃ

ফতোয়ায়ে শামী ১/৩৯৪ পৃষ্ঠা৷

ফতোয়ায়ে দারুল উলুম ২/১৪৯ পৃষ্ঠা৷

ফতোয়ায়ে রহমানিয়া ১/৩৭১ পৃষ্ঠা৷

ইমদাদুল ফতোয়া ১/১৯৪ পৃষ্ঠা৷

বেহেশতী জেওর ২/১১৪ পৃষ্ঠা৷

আশরাফুল হিদায়া ১/৩১৫ পৃষ্ঠা৷

আল বাহরুর রায়িক ১/২৭৮পৃষ্ঠা৷

'

উত্তর লিখনেঃ

মুফতী তাহমীদ শামী

অনলাইন ফতোয়া বিভাগ বাংলাদেশ৷

===

৬৬নং ফতোয়া,

"ভোট দেওয়া সম্পর্কে"

""

প্রশ্ন??

জনাব মুফতি সাহেব!

আমাদের আলেম সমাজ বলছে ভোট

আমানত। এ আমানতের যথাযত ব্যবহার

করতে হবে। খেয়ানত করা যাবে না।

এখন আমার প্রশ্ন আমরা সাধারন মানুষ

কি করবো?!

দেখাযায় কোথাও মেয়র আলেম হলে
কাউন্সিলর যা আছে সব চোর বদমাস।
আবার কাউন্সিলর যদি ভালো পাওয়া
মেয়র প্রার্থী যা আছে সব
দুর্নিতিবাজ।
আবার মহিলা প্রার্থীও আছে। এখন
আমরা কি করবো?? কাকে ভোট দেব??
আমি ফতোয়া বিভাগ বাংলাদেশ
থেকে এর সমাধান চাচ্ছি।
উত্তর:
বর্তমান প্রচলিত রাজনিতি তথা
গনতন্ত্র যেমন ইসলাম বিরোধী, তেমন
গনতন্ত্রের নির্বাচন প্রদ্ধতিওইসলামী
নীতি বিরোধী।তাই গনতন্ত্র
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
শরীক হওয়া কোন মুসলিমের জন্য
জায়েয হবে না। তবে যেহেতু গনতন্ত্র
ইসলামের দুশমনদের পক্ষ হতে আমাদের
উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং
ব্যাক্তি বিশেষের জন্য এ থেকে
পরিত্রান পাওয়া কঠিন ব্যাপার । তাই
গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক
না হয়ে শুধু ভোটের সময় সকল
প্রার্থীদের মধ্যে তুলনামূলত
ইসলাম,দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক বা

কমপক্ষে ইসলামের জন্য তুলনামুলক কম
ক্ষতিকর এমন প্রার্থীকে ভোট প্রদান
করা জায়িয আছে। এ ক্ষেত্রে
বিবেচ্য বিষয় হলো সকল সৎ লোকেরা
যদি ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকে,
তাহলে অসৎ লোকেরা অসৎ
প্রার্থীকেই নির্বাচিত করবে। তখন
সকলকেই অসৎ লোকের ফিতনায় পরতে
হবে, এবং ইসলাম ও মুসলিমদের আরও
বেশী ক্ষতি হবে। তাছারা, ভোট
দেওয়া মুলত সাক্ষ্য প্রদান করা। আর
ন্যায়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা
জরুরী।সুতরাং, উজর ব্যাতিত তুলনামূলক
যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হতে
বিরত
থাকা জায়েয নাই।

প্রমান:

সুরাহ বাকারা ২৮৩নং আয়াত।

সুরাহ নিসা ১৩৫নং আয়াত।

সুরাহ আনয়াম ১১৭নং আয়াত।

তাফসিরে ইবনে কাসির ২/৫৯৪পৃষ্ঠা।

মায়ারিফুল কোরআন ১/২৮৭পৃষ্ঠা।

আবু দাউদ শরীফ ৪/১১২পৃষ্ঠা।

ফতোয়ায়ে রহমানিয়া ২/৩৬৪পৃষ্ঠা।

জাওয়াহিরুল ফিকাহ ২/২৯৩পৃষ্ঠা।

ফিকহী মাকালা ২/২৮৬পৃষ্ঠা৷

==

৬৪ নং ফতওয়া

"স্ত্রীকে মা ডাকা এবং তার

বুকের

দুধপান করা সম্পর্কে"

মাননীয় মুফতি সাহেব!

ফতোয়া বিভাগ বাংলাদেশ

প্রশ্ন :

আমার স্বামী একদিন হঠাৎ

আমাকে মা বলে ডাকে,

এবং আমার বুকের দুধপান করে।

এখন আমাদের করনীয় কি?

দলীলসহ জানালে চির কৃতজ্ঞ

থাকবো।

উত্তর :

স্বামী তার স্ত্রীকে মা বলাতে স্ত্রী তালাক

হবে না।

তবে স্ত্রীকে মা বলা অন্যায়।

এর জন্য তাওবা করবে এবং ভবিষ্যতে আর

কখনো এরূপ বলবে না।

আড়াই বৎসর বয়সের মধ্যে কোন
মহিলার দুধপান করলে তার
সাথে দুধের সম্পর্ক কায়েম হয়।
আড়াই বৎসর বয়সের
পরে দুধপান করলে দুধের সম্পর্ক
কায়েম হয় না।
কাজেই,আপনার স্বামী আপনার
দুধপান করার কারনে দুধের সম্পর্ক
কায়েম হবে না।
সুতরাং,
এতে আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্কও
নষ্ট হবেনা। তবে এর জন্য
তাওবা করতে হবে। কারন, আড়াই
বৎসর বয়সের পর কোন মহিলার দুধপান
করা হারাম।
প্রমাণ :
ফতোয়ায়ে আলমগিরী ২/
ফতোয়ায়ে দারুলউলুম ১০/২০৯পৃষ্ঠা।
ফতোয়ায়ে জামেয়া ১/৩০৭পৃষ্ঠা।
ফতোয়ায়ে রহমানিয়া ২/১৫০পৃষ্ঠা।
ফতোয়ায়ে রহিমিয়া ৩/২২৪পৃষ্ঠা।
==

==

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

```
============================================================

============================================================

============================================================

============================================================

============================================================

============================================================

============================================================

============================================================

============================================================

============================================================

============================================================

============================================================
```

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

==

==

==

==

==

==

==